

ষট্টিতম অধ্যায়

নকল বাসুদেবরূপী পৌন্ড্রক

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কাশী (আজকের বারাণসী) গিয়ে পৌন্ড্রক ও কাশীরাজকে বধ করেন এবং কিভাবে শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র এক অসুরকে পরাজিত করেন, কাশী নগরীকে ভস্মীভূত ও সুদক্ষিণকে বধ করেন।

শ্রীবলরাম যখন ব্রজ পরিদর্শন করছিলেন, তখন কক্কাষের রাজা পৌন্ড্রক মুর্খদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ঘোষণা করল যে, সে-ই প্রকৃত বাসুদেব। তাই সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল, “যেহেতু আমিই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান, তাই এই মর্যাদার প্রতি তোমার মিথ্যা দাবী এবং সেইসঙ্গে দিব্য লক্ষণগুলি তুমি ত্যাগ কর এবং আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। যদি তুমি তা না কর, তা হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।”

যখন উগ্রসেন ও তাঁর রাজসভার সভাসদেরা পৌন্ড্রকের নির্বোধ দস্ত বাক্য শুনলেন, তখন তাঁরা সকলে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পৌন্ড্রকের দূতকে তার প্রভুকে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে বললেন—“ওহে মুর্খ, ঐ যাকে তুমি সুদর্শন চক্র বলছ এবং আমার অন্যান্য যেসব চিহ্নগুলি তুমি ধারণ করার স্পর্ধা দেখিয়েছ, সেগুলি ত্যাগ করার জন্য আমি তোমাকে বাধ্য করব। আর তুমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হবে, তখন তোমাকে শেয়াল-কুকুরে খাবে।”

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কাশী গেলেন। পৌন্ড্রক শ্রীভগবানকে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে দেখে সত্ত্বর তাঁর বিরোধিতা করার জন্য তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার মিত্র কাশীরাজ পশ্চাৎ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তাকে অনুসরণ করল। ঠিক যেমন প্রলয়কালীন অগ্নি চতুর্দিকের সমস্ত জীবকে বিনষ্ট করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ পৌন্ড্রক ও কাশীরাজের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করলেন। অতঃপর পৌন্ড্রককে ভৎসনা করার পর শ্রীভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে তার ও কাশীরাজ উভয়েরই শিরশ্ছেদ করে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। যেহেতু পৌন্ড্রক নিরন্তর শ্রীভগবানকে চিন্তা করত, এমনকি তাঁর মতো বেশ ধারণ করত, তাই সে মুক্তি লাভ করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কাশীরাজের শিরশ্ছেদ করলেন, রাজার মাথাটি তার নগরীতে উড়ে চলে গেল এবং তার রাণীরা, পুত্ররা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যখন তা লক্ষ্য করল, তখন তারা সকলে বিলাপ করতে শুরু করল। সেই সময় কাশীরাজের সুদক্ষিণ নামক এক পুত্র তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় তার পিতার হত্যাকারীকে বিনাশের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব শিবের আরাধনা শুরু করল। সুদক্ষিণের

আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব শিব তাকে তার পছন্দমতো বর প্রার্থনা করতে বললেন এবং সুদক্ষিণ তার পিতার হত্যাকারীকে বধের উপায় জিজ্ঞাসা করল। শিব তাকে তত্ত্ব আচার অনুসারে দক্ষিণাগ্নির পূজা করতে উপদেশ দিলেন। সুদক্ষিণ তা করবার পরে তার ফলস্বরূপ যজ্ঞস্থল থেকে অগ্নিময় দেহ নিয়ে এক ভয়ঙ্কর দানব উদ্ভূত হল। দানবটি একটি জ্বলন্ত ত্রিশূল হাতে নিয়ে উঠে এল এবং তৎক্ষণাৎ দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করল।

দানবটি আসছে দেখে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর অধিবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সুরক্ষার আশ্বাস দিয়ে শিবের জাদু সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর সুদর্শন চক্রটিকে ছেড়ে দিলেন। সুদর্শন সেই দানবকে আচ্ছন্ন করে দিলে, সে তখন বারাণসীতে ফিরে গিয়ে তার পুরোহিতদের নিয়ে সুদক্ষিণকে ভস্মীভূত করল। সুদর্শন চক্র, দানবকে অনুসরণ করে বারাণসীতে প্রবেশ করলেন এবং সমগ্র নগরীকে দক্ষ করে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। অতঃপর শ্রীভগবানের চক্র দ্বারকায় তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নন্দব্রজং গতে রামে করুষাধিপতিনৃপ ।

বাসুদেবোহমিত্যজ্ঞো দূতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; নন্দ—নন্দ মহারাজের; ব্রজম্—গোপ গ্রামে; গতে—গেলে; রামে—শ্রীবলরাম; করুষ-অধিপতিঃ—করুষের শাসক (পৌণ্ড্রক); নৃপ—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); বাসুদেবঃ—ভগবান, শ্রীবাসুদেব; অহম্—আমি; ইতি—এইভাবে মনে করে; অজ্ঞঃ—মূর্খ; দূতম্—দূত; কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; প্রাহিণোৎ—পাঠাল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, শ্রীবলরাম যখন ব্রজে নন্দের গ্রামে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তখন করুষের শাসক নিজেকে মূর্খের মতো, “আমিই ভগবান বাসুদেব” মনে করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত পাঠিয়েছিল।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীবলরাম নন্দ-ব্রজে গিয়েছিলেন, তাই পৌণ্ড্রক মূর্খের মতো ভেবেছিল শ্রীকৃষ্ণ এখন একাকী থাকবেন এবং তাই তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা সহজ হবে। এইভাবে সে শ্রীভগবানকে তার উদ্ভট মতলবের বার্তাটি পাঠাতে সাহস করেছিল।

শ্লোক ২

ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ ।

ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতম্ ॥ ২ ॥

ত্বম্—তুমি; বাসুদেবঃ—বাসুদেব; ভগবান্—ভগবান; অবতীর্ণঃ—অবতীর্ণ; জগৎ—জগতের; পতিঃ—পতি; ইতি—এইভাবে; প্রস্তোভিতঃ—স্তাবকতায় উৎসাহিত হয়ে; বালৈঃ—চপল মানুষদের দ্বারা; মেনে—সে কল্পনা করল; আত্মানম্—নিজেকে; অচ্যুতম্—ভগবান অচ্যুত।

অনুবাদ

পৌণ্ড্রক চপল মানুষদের স্তাবকতায় উৎসাহিত হয়েছিল, যারা তাকে বলেছিল, “তুমিই ভগবান বাসুদেব এবং জগতের ঈশ্বর, এখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ।” এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত রূপে নিজেকে কল্পনা করেছিল।

তাৎপর্য

পৌণ্ড্রক মূর্খের মতো অজ্ঞ ব্যক্তিদের স্তাবকতা মেনে নিয়েছিল।

শ্লোক ৩

দূতং চ প্রাহিণোন্মন্দঃ কৃষ্ণয়াব্যক্তবর্জনে ।

দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপো বালকৃতোহবুধঃ ॥ ৩ ॥

দূতম্—দূত; চ—এবং; প্রাহিণোৎ—সে পাঠাল; মন্দঃ—অধম; কৃষ্ণয়া—শ্রীকৃষ্ণের কাছে; অব্যক্ত—যা ব্যক্ত করা যায় না; বর্জনে—যার পথ; দ্বারকায়াম্—দ্বারকায়; যথা—মতো; বালঃ—একটি বালক; নৃপঃ—রাজা; বাল—শিশুদের দ্বারা; কৃতঃ—প্রস্তুত; অবুধঃ—নির্বোধ।

অনুবাদ

এইভাবে অধম রাজা পৌণ্ড্রক দ্বারকায় অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিল। কোনও নির্বোধ শিশুকে যেমন অন্যান্য শিশুরা রাজা বলে মেনে নেয়, তেমনই নির্বোধের মতো পৌণ্ড্রক আচরণ করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শুকদেব গোস্বামী যে এখানে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌণ্ড্রকের দূত প্রেরণের কথা দ্বিতীয়বারের জন্য উল্লেখ করেছেন, তার কারণ হল পৌণ্ড্রকের পরম মূর্খতায় মহান ঋষি বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

দূতস্তু দ্বারকামেত্য সভায়ামস্থিতং প্রভুম্ ।

কৃষ্ণং কমলপত্রাঙ্কং রাজসন্দেশমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

দূতঃ—দূত; তু—তখন; দ্বারকাম্—দ্বারকায়; এত্য—উপস্থিত হয়ে; সভায়াম্—রাজসভায়; আস্থিতম্—উপস্থিত; প্রভুম্—সর্বশক্তিমান ভগবানকে; কৃষ্ণম্—কৃষ্ণ; কমল—পদ্মের; পত্র—পাপড়ির (মতো); অঙ্কম্—যার দুই নয়ন; রাজ—তার রাজার; সন্দেশম্—বার্তা; অব্রবীৎ—বলেছিল।

অনুবাদ

দূত দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রাজসভায় দেখতে পেল এবং সেই সর্বশক্তিমানের কাছে রাজার বার্তা পৌঁছে দিল।

শ্লোক ৫

বাসুদেবোহবতীর্ণোহহমেক এব ন চাপরঃ ।

ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বং তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥ ৫ ॥

বাসুদেবঃ—শ্রীবাসুদেব; অবতীর্ণঃ—এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি; অহম্—আমি; একঃ এব—একমাত্র; ন—না; চ—এবং; অপরঃ—অন্য কেউ; ভূতানাম্—জীবের প্রতি; অনুকম্পা—কৃপা প্রদর্শনের; অর্থম্—উদ্দেশ্যের জন্য; ত্বম্—তুমি; তু—অতএব; মিথ্যা—মিথ্যা; অভিধাম্—উপাধি; ত্যজ—ত্যাগ কর।

অনুবাদ

[পৌণ্ড্রকের পক্ষে দূত বলেছিল—] অন্য কেউ নয়, আমিই একমাত্র ভগবান বাসুদেব। আমিই জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছি। অতএব তোমার মিথ্যা উপাধি ত্যাগ কর।

তাৎপর্য

দেবী সরস্বতীর অনুপ্রেরণায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই দুটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ প্রদান করেছেন—“আমি অবতার বাসুদেব নই, এমনকি অন্য কেউ নয়। আপনিই হচ্ছেন একমাত্র বাসুদেব। কারণ আপনি জীবকে কৃপা প্রদর্শন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, দয়া করে আমাকে আমার মিথ্যা উপাধি ত্যাগ করান, যা শুক্তিকে মুক্তো বলে দাবী করার মতো।” ভগবান অবশ্যই এই অনুরোধ মেনে নেবেন।

শ্লোক ৬

যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্ বিভর্ষি সাত্তত ।

ত্যক্তেহি মাং ত্বং শরণং নো চেদেহি মমাহবম্ ॥ ৬ ॥

যানি—যে সকল; ত্বম্—তুমি; অস্মাৎ—আমাদের; চিহ্নানি—লক্ষণাদি; মৌঢ্যৎ—মূঢ়তাবশত; বিভর্ষি—বহন করছ; সাত্তত—হে সাত্ততগণের প্রধান; ত্যক্তা—পরিত্যাগ করে; এহি—আগমন কর; মাম্—আমার কাছে; ত্বম্—তুমি; শরণম্—আশ্রয়ের জন্য; ন—না; উ—অন্যথা; চেৎ—যদি; দেহি—প্রদান কর; মম—আমাকে; আহবম্—যুদ্ধ।

অনুবাদ

হে সাত্তত, আমার ব্যক্তিগত লক্ষণগুলি, যা তুমি এখন মূঢ়তাবশতঃ ধারণ করেছ, সেগুলি ত্যাগ কর এবং আশ্রয়ের জন্য আমার কাছে এস। যদি তুমি তা না কর, তা হলে তুমি অবশ্যই আমাকে যুদ্ধই कराবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পুনরায় বিদ্যার দেবী সরস্বতীর অনুপ্রেরণায় পৌণ্ড্রকের কথাগুলি বর্ণনা করেছেন। এইভাবে সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করা যেতে পারে, ‘মূঢ়তাবশতঃ আমি কৃত্রিম শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেছি এবং আমাকে সেগুলি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়ে আপনি এই সমস্ত কিছু পালন করছেন। আপনি এখনও আমাকে দমন করে এই সমস্ত কৃত্রিম লক্ষণাদি থেকে আমাকে মুক্ত করেননি। অতএব, কৃপা করে আসুন এবং আমাকে এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে বাধ্য করে আমাকে মুক্ত করুন। আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করুন এবং আমাকে বধ করে আমাকে মুক্তি প্রদান করুন।’

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

কথনং তদুপাকৰ্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্লমেধসঃ ।

উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; কথনম্—দন্তোক্তি; তৎ—সেই; উপাকৰ্ণ্য—শ্রবণ করে; পৌণ্ড্রকস্য—পৌণ্ড্রকের; অল্ল—অল্ল; মেধসঃ—যার বুদ্ধি; উগ্রসেনাদয়ঃ—রাজা উগ্রসেন প্রমুখ; সভ্যাঃ—সভাসদগণ; উচ্চকৈঃ—উচ্চস্বরে; জহসুঃ—হাসলেন; তদা—তখন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন পৌণ্ড্রকের এই অসার দন্তোক্তি শুনে রাজা উগ্রসেন এবং অন্যান্য সভাসদগণ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

শ্লোক ৮

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাসকথামনু ।

উৎস্রক্ষে মূঢ় চিহ্নানি যৈস্ত্বমেবং বিকথসে ॥ ৮ ॥

উবাচ—বললেন; দূতম্—দূতকে; ভগবান্—ভগবান; পরিহাস—পরিহাস করে; কথাম্—কথা; অনু—পরে; উৎস্রক্ষে—আমি নিক্ষেপ করব; মূঢ়—হে মূর্খ; চিহ্নানি—চিহ্নসমূহ; যৈঃ—যে বিষয়ে; ত্বম্—তুমি; এবম্—এইভাবে; বিকথসে—দন্তোক্তি করছ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, সভার পরিহাস সমূহ উপভোগ করার পরে দূতকে বললেন [তার প্রভুকে বার্তা পৌছে দেওয়ার জন্য] “তুমি মূর্খ, যে অস্ত্রগুলি নিয়ে তুমি এত দন্ত করছ, অবশ্যই আমি সেগুলি ছুঁড়ে দেব।”

তাৎপর্য

সংস্কৃতে উৎস্রক্ষে কথাটির অর্থ হচ্ছে “আমি সজোরে আঘাত করব, নিক্ষেপ করব, মুক্ত করব, পরিত্যাগ করব, ইত্যাদি”। মূর্খ পৌণ্ড্রক দাবী করেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শক্তিশালী অস্ত্রগুলি ত্যাগ করুন, যেমন চক্র আর গদা, এবং এখানে শ্রীভগবান উত্তর দিয়েছেন—উৎস্রক্ষে মূঢ় চিহ্নানি—“হ্যাঁ, মূর্খ, আমি অবশ্যই এই অস্ত্রগুলি ছেড়ে দেব যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হব।”

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থটিতে শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দরভাবে এই দৃশ্যের বর্ণনা এইভাবে করেছেন, ‘পৌণ্ড্রকের পাঠানো বার্তা শুনে রাজা উগ্রসেন এবং রাজসভার সকলেই বেশ কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন। সভাসদদের উচ্চ-হাসি উপভোগ করে শ্রীকৃষ্ণ দূতকে উত্তরে বললেন—‘হে পৌণ্ড্রক দূত! তোমার প্রভুর কাছে আমার এই বার্তা নিয়ে যাও। সে একটি নির্বোধ ও মূর্খ আমি তাকে একেবারে মূর্খই বলব এবং আমি তার উপদেশ পালনকে অস্বীকার করছি। আমি বাসুদেবের লক্ষণগুলি কখনও ত্যাগ করব না, বিশেষভাবে আমার সুদর্শন চক্রটি। শুধু পৌণ্ড্রকরাজকেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সকল অনুগামীদেরও আমি এই চক্র দিয়ে বধ করব। প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিতের সমাজ—এই পৌণ্ড্রক ও তার মূর্খ পাষর্দদের আমি ধ্বংস করব।’

শ্লোক ৯

মুখং তদপিধায়াস্ত্র কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ ।

শয়িম্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম্ ॥ ৯ ॥

মুখম্—মুখ; তৎ—সেই; অপিধায়—আচ্ছাদিত হয়ে; অস্ত্র—হে অস্ত্র; কঙ্ক—কঙ্ক দ্বারা; গৃধ্র—শকুন; বটৈঃ—এবং ঈগল পাখি; বৃতঃ—পরিবেষ্টিত; শয়িম্যসে—তুমি শুয়ে পড়বে; হতঃ—হত; তত্র—তখন; ভবিতা—তুমি হবে; শরণম্—আশ্রয়; শুনাম্—কুকুরদের।

অনুবাদ

“হে মূর্খ, যখন তুমি মৃত্যু বরণ করে শয়ন করবে, তখন তোমার মুখ শকুন, কঙ্ক ও বট পাখিতে ঢাকা পড়ে যাবে, তোমাকে শেয়াল-কুকুরে খাবে।”

তাৎপর্য

পৌণ্ড্রক মূর্খের মতো শ্রীভগবানকে তার কাছে আশ্রয়ের জন্য আসতে বলেছিল, কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, “তুমি আমার আশ্রয় দাতা নও, অধিকন্তু কুকুরেরা যখন তোমার মৃত দেহে সুখে ভোজ করবে, তোমাকে তারাই আশ্রয় করে থাকবে।”

শ্রীল প্রভুপাদ দৃশ্যটি সুস্পষ্টরূপে এইভাবে বর্ণনা করছেন “[শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন, ‘আমি যখন তোমাকে বিনাশ করব,] হে মূর্খ রাজা, তখন লজ্জায় তোমার মুখ লুকাতে হবে; এবং আমার সুদর্শন চক্র দিয়ে তোমার শিরশ্ছেদ করা হলে, তখন তোমাকে শকুন, চিল, আর বাজ পাখিদের মতো মাংসাশী পাখিরা ঘিরে থাকবে। তখন তোমার দণ্ডমতো তুমি আমার একান্ত আশ্রয় হওয়ার পরিবর্তে, তুমিই এইসব ইতর, নিম্নশ্রেণীর পাখিদেরই কৃপার পাত্র হবে। সেই সময় কুকুরদের মহাভোজের জন্যই তোমার দেহটি ফেলে দেওয়া হবে।”

শ্লোক ১০

ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্বমাহরৎ ।

কৃষ্ণেহপি রথমাস্থায় কাশীমুপজগাম হ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে সম্বোধিত; দূতঃ—দূত; তম্—সেই সকল; আক্ষেপম্—অপমান; স্বামিনে—তার প্রভুকে; সর্বম্—সমস্ত কিছু; আহরৎ—নিবেদন করল; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; অপি—ও; রথম্—তাঁর রথ; আস্থায়—আরোহণ করে; কাশীম্—বারাণসীর দিকে; উপজগাম হ—নিকটে গমন করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীভগবান যা বলেছিলেন, দূত তাঁর অপমানকর উত্তর তার প্রভুকে সব কিছু জানিয়ে দিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথে আরোহণ করলেন এবং কাশীর দিকে চলে গেলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করছেন—“দূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তার প্রভু পৌণ্ড্রকের কাছে নিয়ে গেলে, সে ধৈর্য সহকারে এইসব অপমানকর কথা শুনল। কাল বিলম্ব না করেই মূর্খ পৌণ্ড্রককে দণ্ড দানের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করে যাত্রা শুরু করলেন। যেহেতু সেই সময়ে কর্ণাটের রাজা (পৌণ্ড্রক) তার বন্ধু কাশীরাজের সঙ্গে বাস করছিল, তাই সমগ্র কাশী নগরী তিনি পরিবেষ্টন করলেন।”

শ্লোক ১১

পৌণ্ড্রকোহপি তদুদ্যোগমুপলভ্য মহারথঃ ।

অক্ষৌহিনীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্ধ্রুতম্ ॥ ১১ ॥

পৌণ্ড্রকঃ—পৌণ্ড্রক; অপি—এবং; তৎ—তাঁর; উদ্যোগম্—প্রস্তুতি; উপলভ্য—লক্ষ্য করে; মহা-রথঃ—বলশালী যোদ্ধা; অক্ষৌহিনীভ্যাম্—দুটি পূর্ণ সেনাবাহিনী দ্বারা; সংযুক্তঃ—যুক্ত; নিশ্চক্রাম—নির্গত হলেন; পুরাৎ—নগরী থেকে; ধ্রুতম্—দ্রুত।

অনুবাদ

যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তুতি লক্ষ্য করে, বলশালী যোদ্ধা পৌণ্ড্রক সত্ত্বর দুটি পূর্ণ সেনাবাহিনী নিয়ে নগরীর বাইরে বেরিয়ে এল।

শ্লোক ১২-১৪

তস্য কাশীপতির্মিত্রং পার্ষিগ্রাহোহম্বয়ান্মপ ।

অক্ষৌহিনীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ ॥ ১২ ॥

শঙ্খাঘসিগদাশার্ঙ্গশ্চীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্ ।

বিভ্রাণং কৌস্তভমণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥

কৌশেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্ ।

অমূল্যমৌল্যাভরণং স্মুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥

তস্য—তার (পৌণ্ড্রকের); কাশী-পতিঃ—কাশীর অধিপতি; মিত্রম্—মিত্র; পার্শ্ব-
গ্রাহঃ—পশ্চাৎ বাহিনী রূপে; অনুয়াৎ—অনুসরণ করল; নৃপ—হে রাজন
(পরীক্ষিৎ); অক্ষৌহিণীভিঃ—সৈন্যবাহিনী নিয়ে; তিস্তিভিঃ—তিনটি; অপশ্যৎ—
দেখলেন; পৌণ্ড্রকম্—পৌণ্ড্রক; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; শঙ্খ—শঙ্খসহ; অরি—চক্র;
অসি—তরবারি; গদা—গদা; শার্ঙ্গ—শার্ঙ্গ ধনু; শ্রীবৎস—তাঁর বুকের রোমের শ্রীবৎস
চিহ্ন যুক্ত; আদি—এবং অন্যান্য প্রতীক সমূহ; উপলক্ষিতম্—চিহ্নিত; বিভাণম্—
ধারণকারী; কৌস্তভ-মণিম্—কৌস্তভ মণি; বন-মালা—বনমালা; বিভূষিতম্—
বিভূষিত; কৌশেয়—সুন্দর রেশমের; বাসসী—এক জোড়া বস্ত্র; পীতে—পীত বর্ণ;
বসানম্—পরিহিত; গরুড়-ধ্বজম্—গরুড়ের প্রতীকযুক্ত তার পতাকা; অমূল্য—
অমূল্য; মৌলি—একটি মুকুট; আভরণম্—যার অলঙ্কারগুলি; স্ফুরৎ—প্রস্ফুরিত;
মকর—মকরাকৃতি; কুণ্ডলম্—কুণ্ডল দুটি।

অনুবাদ

হে রাজন, পৌণ্ড্রকের সুহৃদ, কাশীরাজ তিন অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাৎ
বাহিনীকে পরিচালনা করে পেছনে অনুসরণ করল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে,
পৌণ্ড্রক ভগবানের নিজস্ব প্রতীকগুলি ধারণ করেছে, যেমন শঙ্খ, চক্র, অসি,
গদা এবং এমনকি একটি নকল শার্ঙ্গ ধনু ও শ্রীবৎস চিহ্নও। সে বনমালায়
শোভিত হয়ে একটি কৃত্রিম কৌস্তভ মণি ধারণ করেছিল এবং সুন্দর পীত কৌশেয়
বেশে সজ্জিত হয়েছিল। তার পতাকা গরুড়ের প্রতীক বহন করছিল এবং সে
একটি মূল্যবান মুকুট ও প্রস্ফুরিত মকরাকৃতি কুণ্ডল ধারণ করেছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবৈদ্যস্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন—“উভয় রাজা শ্রীকৃষ্ণকে
প্রতিরোধ করতে তাঁর সন্মুখীন হলে, এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে মুখোমুখি
দেখলেন।”

শ্লোক ১৫

দৃষ্ট্বা তমাত্মনস্তুল্যং বেশং কৃত্রিমমাস্থিতম্ ।

যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভৃশং হরিঃ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; তম্—তাকে; আত্মনঃ—তার নিজের; তুল্যম্—সমান; বেশম্—
বেশে; কৃত্রিমম্—কৃত্রিম; আস্থিতম্—সজ্জিত; যথা—যেমন; নটম্—অভিনেতা;
রঙ্গ—মঞ্চ; গতম্—উপস্থিত; বিজহাস—হাসলেন; ভৃশম্—ভীষণ; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি যখন দেখলেন রাজা কিভাবে, মঞ্চ অভিনেতার মতেই তাঁর আপন রূপের অনুরূপ বেশ ধারণ করেছে, তখন তিনি প্রাণ ভরে হাসলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবৈদ্য স্বামী প্রভুপাদ দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—“সবদিক দিয়েই পৌণ্ড্রকের বেশ ভূষা স্পষ্টতই ছিল কৃত্রিম। যে কোন মানুষই বুঝতে পারত যে, সে কৃত্রিম পোশাকে বাসুদেবের ভূমিকায় মঞ্চ অভিনয়কারী কোনও মানুষ। পৌণ্ড্রককে তাঁর পোশাক ও ভাবভঙ্গি অনুকরণ করতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হাসি সংবরণ করতে পারলেন না এবং তাই তিনি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে হাসলেন।”

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড হতে সংগৃহীত একটি তথ্য হল—শিবের কাছ থেকে একটি বর লাভ করেই পৌণ্ড্রক শ্রীভগবানের বেশ ভূষা এইভাবে অনুকরণ করতে পেরেছিল।

শ্লোক ১৬

শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ ।

অসিভিঃ পট্টিশৈর্বানৈঃ প্রাহরন্নরয়ো হরিম্ ॥ ১৬ ॥

শূলৈঃ—ত্রিশূল দিয়ে; গদাভিঃ—গদা; পরিঘৈঃ—পরিঘ; শক্তি—বল্লম; ঋষ্টি—এক ধরনের তরবারি; প্রাস—দীর্ঘ, কাঁটায়ুক্ত ভল্ল, তোমরৈঃ—বর্শা; অসিভিঃ—তরবারিও; পট্টিশৈঃ—কুঠার; বানৈঃ—এবং তীর নিয়ে; প্রাহরন্—আক্রমণ করল; নরয়ঃ—শত্রুরা; হরিম্—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

শ্রীহরির শত্রুরা তাঁকে ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, বল্লম, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, কুঠার এবং তীর নিয়ে আক্রমণ করল।

শ্লোক ১৭

কৃষ্ণস্ত তৎপৌণ্ড্রককাশিরাজয়োৰ্

বলং গজস্বন্দনবাজিপত্তিমং ।

গদাসিচক্রেষুভিরাদ্যদ্ ভৃশং

যথা যুগান্তে হতভুক্ত পৃথক্ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; তু—অধিকন্তু; তৎ—সেই; পৌণ্ড্রক-কাশীরাজয়োঃ—পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের; বলম্—সৈন্যবাহিনী দ্বারা; গজ—হস্তী; স্যন্দন—রথসমূহ; বাজি—অশ্বসমূহ; পট্টি—পদাতিক সৈন্য; মৎ—সমন্বিত; গদা—তাঁর গদা দ্বারা; অসি—তরবারি; চক্র—চক্র; ইষুভিঃ—এবং তীরসমূহ; আর্দ্রয়াৎ—পীড়িত; ভৃশম্—ভয়ঙ্করভাবে; যথা—যথা; যুগ—যুগের; অন্তে—শেষে; হত-ভুক্—অগ্নি (বিশ্ব ধ্বংসের); পৃথক্—পৃথক; প্রজাঃ—জীব।

অনুবাদ

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত সেনাবাহিনীকে ভয়ঙ্করভাবে প্রত্যাঘাত করলেন। শ্রীভগবান তাঁর গদা, অসি, সুদর্শন চক্র এবং তীরগুলি দ্বারা যেভাবে মহাজাগতিক যুগের অন্তিমে বিধ্বংসী অগ্নি বিভিন্ন ধরনের জীবকে পীড়িত করে, সেভাবে তাঁর শত্রুদের পীড়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—
“পৌণ্ড্রক পক্ষের সেনানীরা শ্রীকৃষ্ণের উপর নানা অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল; ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, বল্লম, তরবারি, অসি ও বাণ আদি বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র স্রোতের মতো শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রবলভাবে বর্ষিত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকল আক্রমণই ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। প্রলয়ের সময় বিধ্বংসী আগুন যেমন সবকিছু ভস্মীভূত করে, ঠিক তেমন করেই কেবলমাত্র অস্ত্র শস্ত্রই নয়, শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের সহকারী ও সেনানীদেরও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রে বিপক্ষের হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক সেনারা সব ছত্রাকার হয়ে পড়েছিল।”

শ্লোক ১৮

আয়োধনং তদ্ রথবাজিকুঞ্জর-

দ্বিপংখরোষ্ট্রৈররিণাবখণ্ডিতৈঃ ।

বভৌ চিতং মোদবহং মনস্বিনাম্

আক্রীড়নং ভূতপতেরিবোল্বণম্ ॥ ১৮ ॥

আয়োধনম্—যুদ্ধক্ষেত্র; তৎ—সেই; রথ—রথ দ্বারা; বাজি—অশ্ব; কুঞ্জর—হস্তী; দ্বিপং—দ্বি-পদ (মানুষ); খর—গর্দভ; উষ্ট্রৈঃ—এবং উট; অরিণা—তাঁর চক্র দ্বারা; অবখণ্ডিতৈঃ—খণ্ড খণ্ড হয়ে; বভৌ—প্রকাশিত হয়েছিল; চিতম্—পরিব্যাপ্ত হয়ে; মোদ—আনন্দ; বহম্—বহনকারী; মনস্বিনাম্—জ্ঞানীগণের; আক্রীড়নম্—ক্রীড়াক্ষেত্র; ভূত-পতেঃ—ভূতগণের অধীশ্বর, শিবের; ইব—মতো; উল্বণম্—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের চক্র দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত রথ, অশ্ব, হস্তী, মনুষ্য, গর্দভ ও উটের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত সেই যুদ্ধক্ষেত্র ভগবান ভূতপতির ভয়ঙ্কর ক্রীড়াক্ষেত্রের মতো জ্ঞানবান মানুষদের মনে আনন্দ জাগিয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ দৃশ্যটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—“যদিও রণাঙ্গনটি শিবের প্রলয় নৃত্যের স্থান বলে মনে হচ্ছিল, তবুও এই দৃশ্য লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের সেনানীরা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিল।”

শ্লোক ১৯

অথাহ পৌত্রকং শৌরিভো ভো পৌত্রকং যদ্ ভবান্ ।

দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসৃজামি তে ॥ ১৯ ॥

অথ—অতঃপর; আহ—বললেন; পৌত্রকম্—পৌত্রককে; শৌরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; ভোঃ ভোঃ পৌত্রক—হে প্রিয় পৌত্রক; যৎ—যে সকল; ভবান্—তুমি; দূত—দূতের; বাক্যেন—বাক্যের মাধ্যমে; মাম্—আমাকে; আহ—যা বলেছিলে; তানি—সেই সকল; অস্ত্রাণি—অস্ত্র শস্ত্র; উৎসৃজামি—আমি উৎক্ষেপ করছি; তে—তোমার দিকে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তখন পৌত্রকের উদ্দেশ্যে বললেন—প্রিয় পৌত্রক, তোমার দূতের মাধ্যমে তুমি যে সমস্ত অস্ত্রের কথা বলে পাঠিয়েছিলে, আমি এখন সেগুলিই তোমার দিকে উৎক্ষেপ করছি।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল ভক্তিবৈদ্যস্বামী প্রভুপাদ এভাবে লিখেছেন—“এই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌত্রককে বললেন, ‘পৌত্রক, তুমি আমাকে বিষ্ণুর লক্ষণগুলি, বিশেষত আমার চক্রটিকে ত্যাগ করতে বলেছিলে। এখন আমি এটি তোমার উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপ করব। সাবধান হও! আমার অনুকরণ করে তুমি নিজেকে বাসুদেব বলে বৃথাই ঘোষণা করেছিলে। তাই তোমার চেয়ে বড় মূর্খ আর কেউ নেই।’ শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে, যে নির্বোধ নিজেকে ভগবান বলে জাহির করে, সে মানব সমাজের মধ্যে এক মহামূর্খ।”

শ্লোক ২০

ত্যাজয়িষ্যেহভিধানং মে যৎ ত্বয়াভ্য মৃষা ধৃতম্ ।

ব্রজামি শরণং তেহদ্য যদি নেচ্ছামি সংযুগম্ ॥ ২০ ॥

ত্যাগিয়্যে—আমি (তোমাকে) ত্যাগ করাব; অভিধানম্—উপাধি; মে—আমার; যৎ—যা; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; অজ্ঞঃ—হে মূর্খ; মৃষা—মিথ্যাভাবে; ধৃতম্—ধারণ করা হয়েছে; ব্রজামি—আমি যাব; শরণম্—আশ্রয়ে; তে—তোমার; অদ্য—আজকে; যদি—যদি; ন ইচ্ছামি—আমি ইচ্ছা করি না; সংযুগম্—যুদ্ধ।

অনুবাদ

হে মূর্খ, তুমি যে আমার নাম বৃথাই ধারণ করেছ, আমি সেটিও তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করব। আর আমি যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না করি তা হলে আমি অবশ্যই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করব।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখেছেন—“এখন, পৌণ্ড্রক, এই মিথ্যা পরিচয় পরিত্যাগ করতে আমি তোমাকে বাধ্য করব। আমাকে তোমার শরণাগত করতে চেয়েছিলে। এখন তোমার সেই সুযোগ উপস্থিত। আমরা এখন যুদ্ধ করব এবং যদি আমি পরাজিত হই আর তুমি বিজয়ী হও, তা হলে নিশ্চয়ই আমি তোমার শরণাগত হব।”

শ্লোক ২১

ইতি ক্ষিপ্তা শিতৈর্বানৈবিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকম্ ।

শিরোহবৃশ্চদ্ রথাস্তেন ব্রজেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ ॥ ২১ ॥

ইতি—এই সকল বাক্যের দ্বারা; ক্ষিপ্তা—উপহাস করে; শিতৈঃ—তীক্ষ্ণ; বানৈঃ—তাঁর বাণ দ্বারা; বিরথী—রথহীন; কৃত্য—করলেন; পৌণ্ড্রকম্—পৌণ্ড্রক; শিরঃ—তার মস্তক; অবৃশ্চৎ—তিনি ছেদন করলেন; রথ-অস্ত্রেন—তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা; ব্রজেণ—তাঁর বজ্র অস্ত্র দ্বারা; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র; যথা—যেমন; গিরেঃ—পর্বতের।

অনুবাদ

এইভাবে পৌণ্ড্রককে উপহাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর রথটিকে ধ্বংস করলেন। অতঃপর যেমন ইন্দ্র তাঁর বজ্রাস্ত্র দিয়ে পর্বত চূড়া ছেদন করেন, সেইভাবে সুদর্শন চক্র দিয়ে শ্রীভগবান তার মস্তক ছেদন করলেন।

শ্লোক ২২

তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ ।

ন্যপাতয়ৎ কাশিপূর্যাং পদ্মকোশমিবানিলঃ ॥ ২২ ॥

তথা—তেমনিভাবে; কাশি-পতেঃ—কাশীরাজের; কায়াৎ—তার দেহ থেকে; শিরঃ—মস্তক; উৎকৃত্য—ছেদন করলেন; পত্রিভিঃ—তাঁর বাণ দ্বারা; ন্যপাতয়ৎ—

উড়ন্তভাবে তাকে তিনি প্রেরণ করলেন; কাশি-পূর্যাম্—কাশী নগরীতে; পদ্ম—
পদ্মের; কোশম্—কোষকে; ইব—মতো; অনিঃ—বায়ু।

অনুবাদ

তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণ দ্বারা কাশীরাজের মন্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন
করে একটি পদ্ম ফুল যেমন বায়ুতে নিষ্কিপ্ত হয়, সেইভাবে তা উড়িয়ে কাশী
নগরে প্রেরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেন কাশীরাজের মাথাটি নগরীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ
চক্রবর্তী ঠাকুর তা বর্ণনা করেছেন—“যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে কাশীরাজ নগরবাসীদের
কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল—‘হে কাশীবাসীগণ, আজ আমি শত্রুর মন্তক নগরীর
মাঝখানে নিয়ে আসব। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।’ রাজার পাপিষ্ঠা রাণীরাও
তাদের অপেক্ষমান দাসীদের কাছে দণ্ড করেছিল—‘আজ আমাদের প্রভু অবশ্যই
দ্বারকাধীশের মাথাটি নিয়ে আসবেন।’ তাই, নগরবাসীদের বিস্মিত করার জন্য
শ্রীভগবান সেই রাজার মাথাটি নগরীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন।”

শ্লোক ২৩

এবং মৎসরিণং হত্বা পৌণ্ড্রকং সসখং হরিঃ ।

দ্বারকামাবিশং সিদ্ধৈর্গীয়মানকথামৃতং ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; মৎসরিণম্—বিদ্বেষী; হত্বা—বধ করে; পৌণ্ড্রকম্—পৌণ্ড্রক; স—
সহ একত্রে; সখম্—তার সখা; হরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; দ্বারকাম্—দ্বারকা; আবিশং—তিনি
প্রবেশ করলেন; সিদ্ধৈঃ—স্বর্গের যোগিগণ দ্বারা; গীয়মান—গীত; কথা—তাঁর
বিষয়ে বর্ণনা; অমৃতং—অমৃততুল্য।

অনুবাদ

এইভাবে বিদ্বেষপরায়ণ পৌণ্ড্রক ও তার সঙ্গীকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায়
প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি যখন নগরীতে প্রবেশ করছিলেন, স্বর্গের সিদ্ধগণ তাঁর
অবিনশ্বর, অমৃতসমান মহিমাবলী কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ২৪

স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধুস্তাখিলবন্ধনঃ ।

বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োহভবৎ ॥ ২৪ ॥

সঃ—সে (পৌণ্ড্রক); নিত্যম্—নিরন্তর; ভগবৎ—ভগবানের বিষয়ে; ধ্যান—তার ধ্যান দ্বারা; প্রধন্ত—সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট; অখিল—সকল; বন্ধনঃ—বন্ধন; বিভ্রাণঃ—ধারণ করে; চ—এবং; হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); স্বরূপম্—ব্যক্তিগত রূপ; তৎ-ময়ঃ—তার ভাবনায় মগ্ন; অভবৎ—সে হল।

অনুবাদ

নিরন্তর শ্রীভগবানের ধ্যানের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক তার সকল জড় বন্ধন বিনষ্ট করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনুকরণের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠেছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে লিখেছেন—“স্বয়ং বাসুদেবের বেশভূষায় কৃত্রিমভাবে সজ্জিত হয়ে যে কোন ভাবেই হোক ভগবান বাসুদেবের চিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন থাকায় পৌণ্ড্রক পাঁচটি মুক্তির একটি, সাক্ষ্য মুক্তি লাভ করেছিল এবং এইভাবে বৈকুণ্ঠলোক লাভ হয়েছিল যেখানে ভক্তরা সকলেই ভগবান বিষ্ণুর মতো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। বস্তুত বিষ্ণু রূপের ধ্যানে নিবিষ্ট হলেও, যেহেতু সে নিজেকে ভগবান বিষ্ণু রূপে মনে করেছিল, তাই সে ছিল অপরাধী। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হওয়ার পর সেই অপরাধও মোচন হয়েছিল। এইভাবে তাকে সাক্ষ্য মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং সে ভগবানের মতো একই রূপ লাভ করেছিল।”

শ্লোক ২৫

শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুণ্ডলম্ ।

কিমিদং কস্য বা বক্তুমিতি সংশিশিরে জনাঃ ॥ ২৫ ॥

শিরঃ—মস্তক; পতিতম্—নিপতিত; আলোক্য—দর্শন করে; রাজদ্বারে—রাজদ্বারে; সকুণ্ডলম্—কুণ্ডলযুক্ত; কিম্—কি; ইদম্—এটা; কস্য—কার; বা—বা; বক্তুম্—মস্তক; ইতি—এইভাবে; সংশিশিরে—সন্দেহ প্রকাশ করল; জনাঃ—জনসাধারণ।

অনুবাদ

কুণ্ডল শোভিত একটি মাথা রাজদ্বারে এসে পড়তে দেখে উপস্থিত জনসাধারণ বিস্ময় হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, “এটা কি?” এবং অন্যরা বলল, “এটা একটা মাথা, কিন্তু কার?”

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে লিখেছেন—“যখন নগরীর তোরণের মধ্য দিয়ে কাশীরাজের ছিন্ন শিরটি নিষ্কিপ্ত হয়েছিল, তখন সমবেত পুরবাসী সেই অদ্ভুত জিনিসটি দেখে

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। যখন তারা সেটিতে কুণ্ডল দুটি দেখতে পেল, তখন তারা বুঝতে পারল যে, সেটি কারও মাথা। কার শির হতে পারে, তা তারা অনুমান করতে লাগল। কেউ ভাবল, সেটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের মস্তক, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিল কাশীরাজের শত্রু এবং তারা মনে করল যে, কাশীরাজ হনুত শ্রীকৃষ্ণের মাথাটি নগরীতে নিক্ষেপ করেছে যাতে জনগণ শত্রুর নিহত হওয়ার আনন্দ অবশ্যই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মাথাটি শ্রীকৃষ্ণের ছিল না, বরং সেটি ছিল স্বয়ং কাশীরাজের”।

শ্লোক ২৬

রাজ্ঞঃ কাশীপতেজ্জাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ ।

পৌরাশ্চ হা হতা রাজন্নাথ নাথেতি প্রারুদন্ ॥ ২৬ ॥

রাজ্ঞঃ—রাজার; কাশী-পতেঃ—কাশীশ্বর; জ্জাত্বা—চিনতে পেরে; মহিষ্য—তার রাণীরা; পুত্র—তার পুত্র; বান্ধবাঃ—এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গ; পৌরাঃ—নগরীর অধিবাসীরা; চ—এবং; হা—হায়; হতাঃ—(আমরা) হত হলাম; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); নাথ নাথ—হে নাথ, নাথ; ইতি—এইভাবে; প্রারুদন্—তারা উচ্চস্বরে রোদন করল।

অনুবাদ

হে রাজন, যখন তারা এটিকে তাদের রাজার মাথা বলে চিনতে পেরেছিল—তখন কাশীর অধিপতির রাণী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, নগরীর সকল অধিবাসীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করল—“হায়, আমরা মারা পড়লাম—আমার নাথ, আমার নাথ!”

শ্লোক ২৭-২৮

সুদক্ষিণস্তস্য সূতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পতেঃ ।

নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাখ্যায়ো মহেশ্বরম্ ।

সুদক্ষিণোহর্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা ॥ ২৮ ॥

সুদক্ষিণঃ—সুদক্ষিণ নামক; তস্য—তার (কাশীরাজের); সূতঃ—পুত্র; কৃত্বা—সম্পাদন করে; সংস্থা-বিধিম্—পারলৌকিক ক্রিয়া; পতেঃ—তার পিতার; নিহত্য—হত্যা করার দ্বারা; পিতৃ—আমার পিতার; হন্তারম্—হত্যাকারীকে; যাস্যামি—আমি অর্জন করব; অপচিতিম্—প্রতিহিংসা; পিতুঃ—আমার পিতার জন্য; ইতি—এইভাবে;

আত্মনা—তার বুদ্ধি দ্বারা; অভিসন্ধায়—সঙ্কল্প করে; স—সহ; উপাধ্যায়—পুরোহিত; মহা-ঈশ্বরম্—মহেশ্বর; সু-দক্ষিণঃ—অত্যন্ত দানশীল হওয়ায়; অর্চয়াম্ আস—সে অর্চনা করেছিল; পরমেণ—পরম; সমাধিনা—সমাধি দ্বারা।

অনুবাদ

তার পিতার আবশ্যিক পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করার পর রাজার পুত্র সুদক্ষিণ মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করল—‘একমাত্র আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে আমি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারি।’ তাই দানশীল সুদক্ষিণ তার পুরোহিতের সঙ্গে একত্রে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা শুরু করল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, “বিশ্বনাথ (দেবাদিদেব শিব) কাশী রাজ্যের অধিষ্ঠাতা। বিশ্বনাথের মন্দির বারাণসীতে আজও রয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আজও সেই মন্দিরে সমবেত হন।”

শ্লোক ২৯

প্রীতোহবিমুক্তে ভগবাংস্তস্মৈ বরমদাদ্বিভুঃ ।

পিতৃহন্তুবধোপায়ং স বরে বরমীপ্সিতম্ ॥ ২৯ ॥

প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; অবিমুক্তে—কাশী জেলার মধ্যে বিশেষ পবিত্র স্থান অবিমুক্ত; ভগবান্—দেবাদিদেব শিব; তস্মৈ—তাকে; বরম্—একটি পছন্দের বর; অদাৎ—প্রদান করলেন; বিভুঃ—শক্তিমান দেবাদিদেব শিব; পিতৃ—তার পিতার; হন্তৃ—হত্যাকারী; বধ—বধ করার জন্য; উপায়ম্—উপায়; সঃ—সে; বরে—প্রার্থনা করল; বরম্—তার বর রূপে; ঈপ্সিতম্—আকাঙ্ক্ষিত।

অনুবাদ

তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শক্তিমান দেবাদিদেব শিব অবিমুক্তের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হলেন এবং সুদক্ষিণকে তার পছন্দ মতো বর প্রার্থনা করতে বললেন। রাজপুত্র বর স্বরূপ তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যার একটি উপায় প্রার্থনা করল।

শ্লোক ৩০-৩১

দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মণৈঃ সমমুত্বিজম্ ।

অভিচারবিধানেন স চাগ্নিঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥

সাধয়িষ্যতি সঙ্কল্পমব্রাহ্মণ্যে প্রযোজিতঃ ।

ইত্যাदिष्टुস্তথা চক্রে কৃষ্ণয়াভিচরন্ ব্রতী ॥ ৩১ ॥

দক্ষিণ-অগ্নি—দক্ষিণ অগ্নিকে; পরিচর—পরিচর্যা কর; ব্রাহ্মণৈঃ—ব্রাহ্মণগণ; সমম্—সঙ্গে একত্রে; ঋত্বিজম্—মূল পুরোহিত; অভিচার-বিধানেন—অভিচার রূপে পরিচিত আচারের সঙ্গে (শত্রুকে হত্যা বা অন্যভাবে ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে); সঃ—সেই; চ—এবং; অগ্নিঃ—অগ্নি; প্রমথৈঃ—প্রমথগণ (শিবের ক্ষমতামালী যোগি অনুচর যারা নানাবিধ রূপ ধারণ করতে পারে) দ্বারা; বৃতঃ—পরিবেষ্টিত; সাধয়িষ্যতি—তা পূর্ণ করবে; সঙ্কল্পম্—তোমার উদ্দেশ্য; অলমণ্যে—ব্রাহ্মণগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্নের বিরুদ্ধে; প্রয়োজিতঃ—প্রযুক্ত হলে; ইতি—এরূপ; আদিষ্টঃ—নির্দেশিত; তথা—সেইভাবে; চক্রে—সে করল; কৃষ্ণায়—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; অভিচরন্—অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে; ব্রতী—প্রয়োজনীয় ব্রতসমূহ পালন করতে লাগল।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন, “তুমি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে একত্রে অভিচার আচারের বিধিসমূহ অনুসরণ করে—মূল পুরোহিত—দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যা কর। তখন দক্ষিণাগ্নি, বহু প্রমথগণের সঙ্গে একত্রে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, যদি তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কারুর বিরুদ্ধে তা পরিচালিত কর।” এইভাবে নির্দেশিত হয়ে সুদক্ষিণ কঠোরভাবে আচারগত ব্রতসমূহ পালন করল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার আহ্বান করল।

তাৎপর্য

এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তিশালী দক্ষিণাগ্নিকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বিরোধী কারও বিরুদ্ধে পরিচালিত করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পালক। তাই দেবাদিদেব শিব জানতেন যে, সুদক্ষিণ যদি তার ব্রতের শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, তবে সুদক্ষিণ স্বয়ং ধ্বংস হয়ে যাবে।

শ্লোক ৩২-৩৩

ততোহগ্নিরুখিতঃ কুণ্ডান্মূর্তিমানতিভীষণঃ ।

তপ্ততাল্পশিখাশ্মশ্রুতঙ্গারোদগারিলোচনঃ ॥ ৩২ ॥

দংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীদণ্ডকঠোরাস্যঃ স্বজিহুয়া ।

আলিহন্ সৃকণী নগ্নো বিধুস্বংস্ত্রিশিখং জ্বলৎ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তখন; অগ্নিঃ—অগ্নি; উখিতঃ—উখিত হল; কুণ্ডাৎ—যজ্ঞ কুণ্ড হতে; মূর্তিমান্—ব্যক্তি রূপ ধারী; অতি—অত্যন্ত; ভীষণঃ—ভয়ঙ্কর; তপ্ত—তপ্ত; তাম্র—তাম্র মতো; শিখা—মস্তকে একগুচ্ছ চুল; শ্মশ্রুঃ—এবং শ্মশ্রু; অঙ্গার—অঙ্গার; উদগারি—নির্গতকারী; লোচনঃ—যার চক্ষু দুটি; দংষ্ট্র—তার দাঁত দিয়ে; উগ্র—ভয়ানক; ভ্রু—ভ্রুর; কুটী—কুণ্ডল; দণ্ড—এবং দণ্ড; কঠোর—কঠোর; আস্যঃ—যার মুখ; স্ব—তার; জিহুয়া—জিহ্বা দ্বারা; আলিহন্—লেহন করতে করতে; সৃকণী—তার মুখের উভয় প্রান্ত; নগ্ন—নগ্ন; বিধুয়ন্—কম্পিত করে; ত্রিশিখম্—তার ত্রিশূল; জ্বলৎ—জ্বলন্ত।

অনুবাদ

তখন সেই যজ্ঞস্থল থেকে অতীব ভয়ঙ্কর নগ্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে অগ্নি উখিত হল। সেই অগ্নিময় জীবের শ্মশ্রু ও শিখা ছিল তপ্ত তাম্রের মতো, এবং তার চক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গার উদগীরণ করছিল। তার দন্ত ও উগ্র ভ্রুকুটি দণ্ড দ্বারা তার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। জিহ্বা দ্বারা তার মুখের দুই প্রান্ত লেহন করতে করতে দানবটি তার জ্বলন্ত ত্রিশূলকে কম্পিত করছিল।

শ্লোক ৩৪

পদ্ম্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্নবনীতলম্ ।

সোহভ্যধাবদ্বৃতো ভূতৈর্দ্বারকাং প্রবহন্ দিশঃ ॥ ৩৪ ॥

পদ্ম্যাম্—তার দুই চরণ দ্বারা; তাল—তাল বৃক্ষের; প্রমাণাভ্যাম্—যার পরিমাপ; কম্পয়ন্—কম্পিত করে; অবনী—পৃথিবীর; তলম্—তল; সঃ—সে; অভ্যধাবৎ—ধাবিত হয়েছিল; বৃতঃ—পরিবেষ্টিত; ভূতৈঃ—ভূত দ্বারা; দ্বারকাম্—দ্বারকার দিকে; প্রবহন্—দক্ষ করতে করতে; দিশাঃ—সকল দিক।

অনুবাদ

তাল গাছের মতো দীর্ঘ দুটি পায়ে ভূমি কাঁপিয়ে এবং জগতের সকল দিক দক্ষ করতে করতে সেই অতিকায় দানব ভূতগণের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল।

শ্লোক ৩৫

তমাভিচারদহনমায়ান্তম্ দ্বারকৌকসঃ ।

বিলোক্য তত্রসুঃ সর্বে বনদাহে মৃগা যথা ॥ ৩৫ ॥

তম্—তাকে; অভিচার—অভিচার আচার দ্বারা সৃষ্ট; দহনম্—অগ্নি; আয়াস্তম্—সমাগত; দ্বারাক-ওকসঃ—দ্বারকার অধিবাসীরা; বিলোক্য—দর্শন করে; তত্রসুঃ—ভীত হয়ে উঠলেন; সর্বে—সকল; বনদাহে—দাবানলে; মৃগাঃ—প্রাণীগণ; যথা—যেমন।

অনুবাদ

অভিচার আচার দ্বারা সৃষ্ট অগ্নিময় দানবের আগমন লক্ষ্য করে, দ্বারকার অধিবাসীরা সকলে দাবানলে ভীত প্রাণীদের মতো ভয়াবৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

অক্ষৈঃ সভায়াং ক্রীড়ন্তং ভগবন্তং ভয়াতুরাঃ ।

ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বহ্নেঃ প্রদহতঃ পুরম্ ॥ ৩৬ ॥

অক্ষৈঃ—অক্ষ দ্বারা; সভায়াম্—রাজসভায়; ক্রীড়ন্তম্—ক্রীড়ারত; ভগবন্তম্—ভগবানের কাছে; ভয়—ভয়ে; আতুরাঃ—আতুর; ত্রাহি ত্রাহি—(তারা বললো) “আমাদের রক্ষা কর! আমাদের রক্ষা কর!”; ত্রি—তিন; লোক—জগতের; ইশ—হে ঈশ্বর; বহ্নেঃ—অগ্নি হতে; প্রদহতঃ—যা দহন করে; পুরম্—নগরী।

অনুবাদ

ভয়ে উন্মত্ত হয়ে মানুষেরা রাজসভায় অক্ষক্রীড়ারত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ক্রন্দন করতে লাগল, “হে ত্রিভুবনেশ্বর, এই নগর দক্ষকারী অগ্নি হতে আমাদের রক্ষা করুন! আমাদের রক্ষা করুন!।”

শ্লোক ৩৭

শ্রদ্ধা তজ্জনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বা স্বানাং চ সাধবসম্ ।

শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টৈত্যবিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রদ্ধা—শ্রবণ করে; তৎ—এই; জন—জনগণের; বৈক্লব্যম্—বিক্ষোভ; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; স্বানাম্—তঁার আপন মানুষদের; চ—এবং; সাধবসম্—শঙ্কা; শরণ্যঃ—সর্বোত্তম আশ্রয়; সম্প্রহস্য—উচ্চস্বরে হাস্য করে; আহ—বললেন; মা ভৈষ্ট—ভয় কর না; ইতি—এইভাবে; অবিতা অস্মি—সুরক্ষা প্রদান করব; অহম্—আমি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন জনসাধারণের উত্তেজনা শ্রবণ করলেন এবং তাঁর আপন মানুষদেরও শঙ্কিত হতে দেখলেন, পরম শ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রদাতা কেবলমাত্র হাসলেন এবং তাদের বললেন “ভয় কোর না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।”

শ্লোক ৩৮

সর্বস্যান্তবহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভুঃ ।

বিজ্জায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বস্থং চক্রমাदिशৎ ॥ ৩৮ ॥

সর্বস্য—প্রত্যেকের; অন্তঃ—অন্তরের; বহিঃ—এবং বাহিরের; সাক্ষী—সাক্ষী;
কৃত্যাম্—সৃষ্ট জীব; মাহা-ঈশ্বরীম্—দেবাদিদেব শিবের; বিভুঃ—সর্বশক্তিমান
ভগবানের; বিজ্জায়—সম্পূর্ণ অবগত হয়ে; তৎ—তাকে; বিঘাত—পরাজিত করার;
অর্থম্—উদ্দেশ্যে; পার্শ্ব—তাঁর পাশে; স্থম্—দণ্ডায়মান; চক্রম্—তাঁর চক্র;
আদিশৎ—তিনি নির্দেশ দিলেন।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান, সকলের অন্তরের ও বাহিরের সাক্ষী, হৃদয়ঙ্গম করলেন যে,
দানবটি শিবের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি হতে সৃষ্ট হয়েছিল। দানবকে পরাজিত করার
জন্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশে অপেক্ষারত তাঁর চক্রকে প্রেরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, একজন রাজারূপে শ্রীকৃষ্ণ
দ্যুতক্রীড়ায় মগ্ন ছিলেন বলে অগ্নিময় দানবের আক্রমণের মতো একটি তুচ্ছ ব্যাপারে
বিরত হতে চাননি। তাই তিনি কেবলমাত্র তাঁর চক্রকে প্রেরণ করলেন এবং তাকে
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক ৩৯

তৎ সূর্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং

জাজ্বল্যমানং প্রলয়ানলপ্রভম্ ।

স্বতেজসা খং ককুভোহথ রোদসী

চক্রং মুকুন্দাস্ত্রমথাগ্নিমাদয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

তৎ—সেই; সূর্য—সূর্যের; কোটি—কোটি; প্রতিমম্—মতো; সুদর্শনম্—সুদর্শন;
জাজ্বল্যমানম্—জাজ্বল্যমান; প্রলয়—প্রলয়ের; অনল—অগ্নি (তুল্য); প্রভম্—যার
প্রভা; স্ব—তার নিজ; তেজসা—তাপ দ্বারা; খম্—আকাশ; ককুভঃ—দিকসমূহ;
অথ—এবং; রোদসী—স্বর্গ ও মর্ত্য; চক্রম্—চক্র; মুকুন্দ—শ্রীকৃষ্ণের; অস্ত্রম্—
অস্ত্র; অথ—ও; অগ্নিম্—অগ্নি (সুদক্ষিণ দ্বারা সৃষ্ট); আদয়ৎ—পীড়িত।

অনুবাদ

সেই সুদর্শন, ভগবান মুকুন্দের চক্র, কোটি সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হল। তাঁর প্রভা প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হল এবং তার তাপ দ্বারা সে আকাশ, সকল দিকসমূহ, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং অগ্নিময় দানবকেও পীড়িত করল।

শ্লোক ৪০

কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাস্পাণেৰ্

অস্ত্রোজসা স নৃপ ভগ্নমুখো নিবৃত্তঃ ।

বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং

সত্বিগ্জনং সমদহৎ স্বকৃতোহভিচারঃ ॥ ৪০ ॥

কৃত্যা—যোগ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন; অনলঃ—অগ্নি; প্রতিহতঃ—প্রতিহত; সঃ—সে; রথ-অঙ্গ-পাণেঃ—যিনি তাঁর হাতে সুদর্শনকে ধারণ করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের; অস্ত্র—অস্ত্রের; ওজসা—তেজ দ্বারা; সঃ—সে; নৃপ—হে রাজন; ভগ্ন-মুখঃ—পরাজুখ হয়ে; নিবৃত্তঃ—নিবৃত্ত হয়ে; বারাণসীম্—বারাণসী নগরে; পরিসমেত্য—সকল দিকে আগমন করে; সুদক্ষিণম্—সুদক্ষিণ; তম্—তাকে; স—সহ, একত্রে; ঋত্বিক্-জনম্—তার পুরোহিতেরা; সমদহৎ—দগ্ধ করেছিল; স্ব—(সুদক্ষিণ) নিজের দ্বারা; কৃতঃ—সৃষ্ট; অভিচারঃ—হিংস্রতার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রের ক্ষমতা দ্বারা প্রতিহত হয়ে অভিচার দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিময় জীব পরাজুখ হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। হিংস্রতার জন্য সৃষ্ট দানবটি তখন বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করে, সুদক্ষিণ তার স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও, নগরীকে পরিবেষ্টন করে সুদক্ষিণ ও তার পুরোহিতদের সে দগ্ধ করল।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন, “দ্বারকাকে প্রজ্বলিত করতে ব্যর্থ হয়ে, (অগ্নিময় দানব) কাশীরাজের রাজ্য বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করল। তার প্রত্যাবর্তনের ফলস্বরূপ, সকল পুরোহিতগণ, যারা গুপ্ত বিদ্যার মন্ত্রের নির্দেশে সাহায্য করেছিল, তাদের নিযুক্তক, সুদক্ষিণ সহ অগ্নিময় দানবের প্রজ্বলিত প্রভা দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছিল। তন্মধ্যে নির্দেশিত গুপ্ত-বিদ্যার মন্ত্রসমূহের রীতি অনুসারে, মন্ত্র যদি শত্রুকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, তখন, যেহেতু তা অবশ্যই কাউকে না কাউকে হত্যা করবে, তা মূল স্রষ্টাকে হত্যা করে। সুদক্ষিণ ছিল স্রষ্টা এবং পুরোহিতেরা

তার সহযোগী। তাই তারা সকলেই ভস্মীভূত হয়েছিল। এই হচ্ছে দানবদের পত্না—দানবেরা ভগবানকে হত্যা করার জন্য কিছু একটা সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই একই অস্ত্র দ্বারা দানবেরা নিজেরা নিহত হয়।”

শ্লোক ৪১

চক্রং চ বিশেষাস্তদনুপ্রবিষ্টং

বারাণসীং সাট্টসভালয়াপণাম্ ।

সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং

সকোশহস্ত্যশ্বরথান্নশালিনীম্ ॥ ৪১ ॥

চক্রম্—চক্র; চ—এবং; বিশেষঃ—শ্রীবিষ্ণুর; তৎ—তার (অগ্নি দানব); অনুপ্রবিষ্টম্—পেছন পেছন প্রবেশ করে; বারাণসীম্—বারাণসী; স—সহ; অট্ট—অট্টালিকা; সভা—সভাগৃহ; আলায়—বাসগৃহ; আপণাম্—পণ্যশালা; স—সহ; গোপুর—পুরদ্বার; অট্টালক—অট্টালক; কোষ্ঠ—এবং গুদাম; সঙ্কুলাম্—সঙ্কুল; স—সহ; কোষ—কোষাগার; হস্তি—হস্তীদের জন্য; অশ্ব—অশ্বসমূহ; রথ—রথসমূহ; অন্ন—এবং অন্ন; শালিনীম্—অট্টালিকাসমূহ সহ।

অনুবাদ

অগ্নিময় দানবের পেছনে পেছনে শ্রীবিষ্ণুর চক্রও বারাণসীতে প্রবেশ করল এবং সকল সভাগৃহ, উত্তোলিত বারান্দাসহ আবাসিক প্রাসাদসমূহ, অসংখ্য পণ্যশালা, পুরদ্বার, অট্টালক, গুদাম ও কোষাগার এবং হস্তীশালা, অশ্বশালা, রথশালা ও অন্নশালা সকল সহ নগরীকে দক্ষ করতে শুরু করল।

শ্লোক ৪২

দক্ষা বারাণসীং সর্বাং বিশেষাশ্চক্রং সুদর্শনম্ ।

ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ ॥ ৪২ ॥

দক্ষা—দক্ষ করে; বারাণসীম্—বারাণসী; সর্বম্—সকল; বিশেষঃ—শ্রীবিষ্ণুর; চক্রম্—চক্র; সুদর্শনম্—সুদর্শন; ভূয়ঃ—পুনরায়; পার্শ্বম্—পাশে; উপাতিষ্ঠৎ—কাছে গমন করল; কৃষ্ণস্য—কৃষ্ণের; অক্রিষ্ট—অক্লান্ত; কর্মণঃ—যার কর্মসমূহ।

অনুবাদ

সমগ্র বারাণসী নগরীকে দক্ষ করার পর ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র অক্লান্তকর্মা শ্রীকৃষ্ণের পাশে প্রত্যাবর্তন করল।

শ্লোক ৪৩

য এনং শ্রাবয়েন্মর্ত্য উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্ ।

সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যে; এনম্—এই; শ্রাবয়েৎ—অন্যের শ্রবণের কারণ হয়; মর্ত্যঃ—একজন নশ্বর মানুষ; উত্তমঃশ্লোক—শ্রেষ্ঠ চিন্ময় শ্লোকাবলীতে বন্দিত শ্রীকৃষ্ণের; বিক্রমম্—বীরত্ব পূর্ণ লীলা; সমাহিতঃ—মনোযোগের সঙ্গে; বা—বা; শৃণুয়াৎ—শ্রবণ করে; সর্ব—সকল হতে; পাপৈঃ—পাপ; প্রমুচ্যতে—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে মানব ভগবান উত্তমশ্লোকের এই বীরত্বপূর্ণ লীলা স্মরণ করেন অথবা যে মনোযোগের সঙ্গে কেবল তা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'নকল বাসুদেবরূপী পৌণ্ড্রক' নামক ষটষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।